শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা
১৮. দুই তীরে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।

১। কবি কী ভালোবাসেন?
ⓚ বালুচর ⓚ বেণুবন
ⓖ জেলের ডিঙি ⓖ পাতার আচ্ছাদন

২। চকাচকিরা কেমন জায়গায় ঘর বাঁধে?
ⓚ যেখানে বাঁশবন থাকে
ⓚ যেখানে মানুষজনের বাস
ⓖ যেখানে জনপ্রাণী থাকে না
ⓖ যেখানে ধানখেত থাকে

৩। কখন বিদেশি হাঁসেরা আসে?
ⓚ গ্রীষ্মকালে ⓚ শরৎকালে
ⓖ শীতকালে ⓖ বসন্তকালে

৪। কচ্ছপেরা বালুচরে কী করে?
ⓚ রোদ পোহায় ⓚ বাসা বাঁধে
ⓖ বৃষ্টিতে ভেজে ⓖ লুকিয়ে থাকে

৫। জেলের ডিঙি কখন ভিড়ে?
ⓚ সকাল-সন্ধ্যেবেলা ⓚ শীতের দিনে
ⓖ গভীর রাতে ⓖ সন্ধ্যেবেলা

৬। বন থেকে আসা রাস্তার দুধারে কী?
ⓚ বটগাছ ⓚ বাঁশবাগান
ⓖ কাশফুল ⓖ কেয়াফুল

৭। ছেলের দল কী ভাসিয়ে ভাসে?
ⓚ নৌকা ⓚ ভেলা
ⓖ ডিঙি ⓖ কলাগাছ

৮। নদীটি দুই তীরের মানুষদের মাঝে কী তৈরি করেছে?
ⓚ দূরত্ব ⓚ শত্রুতা
ⓖ বন্ধন ⓖ প্রতিযোগিতা

৯। চকাচকির ঘর কোথায়?
(ক) বেণুবনে (খ) বালুচরে
(গ) তটের চারপাশে (ঘ) গভীর বনে

১০। 'চ্ছ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
(ক) চ ও চ (খ) চ ও ছ
(গ) চ, ছ ও র-ফলা (ঘ) ট ও ছ

১১। 'তট' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কালো মেঘ (খ) নীল মেঘ
(গ) নদীর তীর (ঘ) শ্যামল গ্রাম

১২। 'জনশূন্য স্থান' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) কাশবন (খ) বেণুবন
(গ) বালুচর (ঘ) নির্জন

১৩। **কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে–**

(ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য
(খ) নৌকায় ভ্রমণের অনুভূতি
(গ) নদীতীরের মানুষের জীবনচিত্র
(ঘ) বাংলাদেশেরঋতুবৈচিত্র্য

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ বালুচর
২। ⓖ যেখানে জনপ্রাণী থাকে না
৩। ⓖ শীতকালে
৪। ⓚ রোদ পোহায়
৫। ⓖ সন্ধ্যেবেলা
৬। ⓚ বাঁশবাগান
৭। ⓚ ভেলা
৮। ⓖ বন্ধন
৯। (খ) বালুচরে
১০। (খ) চ ও ছ
১১। (গ) নদীর তীর
১২। (ঘ) নির্জন
১৩। (ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **কখন, কোথায় কাশফুল ফোটে?**

উত্তর : শরৎকালে নদী তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

২। **নদীর বালুচরে কোন কোন প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়?**

উত্তর : নদীর বালুচরে চকাচকি, বিদেশি হাঁস, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়।

৩। **বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন কেমন করে থাকে?**

উত্তর : বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন নিবিড়ভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকে।

৪। **সকাল-সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে কী ঘটে?**

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যা নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা ভিড় করে। ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

৫। **কোন কালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়?**

উত্তর : শীতকালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়।

৬। **শরৎকালের প্রকৃতির রূপ সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।**

উত্তর : শরৎকালের প্রকৃতি অপরূপ রূপ ধারণ করে। এ সময় নদীতে চর জেগে ওঠে। চরে চকাচকিরা ঘর বাঁধে। চারিদিকে কাশফুল ফোটে।

৭। **নদীর বালুচরে কী ঘটে?**

উত্তর : নদীর বালুচরে তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে। শরৎকালে চকাচকিরা বাসা বাঁধে। শীতের দিনে বিদেশি হাঁসেরা আসে। কচ্ছপেরা বালুচরে রোদ পোহায়। সন্ধ্যেবেলায় জেলেদের দু-একটি ডিঙি নৌকা ভিড়ে।

৮। **ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা সারাদিনই নানা কাজে আসে। কেউ পানি নেয়, কেউ কাপড় ধোয়। তারা পরস্পর কথা বলে, আনন্দ করে। দেখে মনে হয় ঘাটে যেন বধূদের মেলা বসেছে।

৯। **দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?**

উত্তর : দুই তীরে কবিতায় নদীর ওই পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১০। **সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল কী করে?**

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যায় ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

১১। তটের চারপাশে কী ফোটে?

উত্তর : তটের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

১২। ওই পারের বনটি কিসে ঘেরা? বনের রাস্তাটি কেমন?

উত্তর : নদীর ঐ পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১৩। নদীর বালুচরে কখন কোন পাখি দেখা যায়?

উত্তর : নদীর বালুচরে শরৎকালে নীড় বাঁধে চকাচকিরা। আর শীতকালে দেখা মেলে নানা রকম বিদেশি হাঁসদের।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : একটি নদীর দুই তীরে দুজন মানুষের বাস। একজন ভালোবাসেন তাঁর নদীর বালুচর। এখানে ফোটে কাশফুল, দেখা যায় নানা রকম পাখির আনাগোনা। আরেকজনের ভালো লাগে নদীতীরের ছায়াঘেরা বন। বাঁশবনের প্রাচীরে ঘেরা একটি রাস্তা সে বন থেকে নদীতে এসে মিশে গেছে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

২০. দেখে এলাম নায়াগ্রা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। কোথায় থাকতে লেখকের জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল?

ক বাংলাদেশে খ কানাডায়
গ আমেরিকায় ঘ ইংল্যান্ডে

২। লেখক কানাডার যে শহরে থাকতেন তার নাম কী?

ক নায়াগ্রা খ অটোয়া
গ মন্ট্রিল ঘ টরন্টো

৩। কীভাবে নায়াগ্রা দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো?

ক গাড়িতে চড়ে খ বাসে চড়ে
গ জাহাজে চড়ে ঘ বিমানে চড়ে

৪। উন্নত দেশের রাস্তা কেমন?

ক খানাখন্দে ভরা খ গর্তে ভরা
গ আঁকাবাঁকা ঘ রেললাইনের মতো সোজা

৫। লেখক যে গাড়িতে চড়ে নায়াগ্রা গেলেন সেটি ছিল–

ক নিজের গাড়ি খ ভাড়া করা গাড়ি
গ এক বন্ধুর গাড়ি ঘ সরকারি গাড়ি

৬। 'দেশে ফিরে কী গল্পটাই না করা যাবে!'– কিসের গল্প?

ক বিশাল গাড়ির গল্প
খ বিদেশের রাস্তার গল্প
গ কানাডায় জীবনযাপনের গল্প
ঘ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প

৭। জলপ্রপাতের সাথে কোনটির মিল আছে?

ক ঝর্ণার পতনের খ সাগরের ঢেউয়ের
গ পুকুরের আকারের ঘ পাহাড়ের চূড়ার

৮। ওপর থেকে জলের পতন ছাড়া কোনটি হওয়া সম্ভব নয়?

ক জলপ্রপাত খ সমুদ্র
গ নদী ঘ পুকুর

৯। নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টির ঘটনাটি বিশ্ব-ভূমণ্ডলে একটি–

ক স্বাভাবিক ঘটনা খ সাধারণ বিষয়
গ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘ অপ্রয়োজনীয় ঘটনা

১০। খরস্রোতা নদীর মাঝখানে কতখানি চওড়া ফাটল?

ক নদীর সমান খ পুকুরের সমান

(গ) সাগরের সমান (ঘ) খালের সমান

১১। **নায়াগ্রা পাহাড় থেকে না নামলেও একে প্রপাত বলা যায় কেন?**
(ক) খরস্রোতা নদী থেকে উৎপত্তি বলে
(খ) পানির ওপর থেকে নিচে পতন হচ্ছে বলে
(গ) নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে
(ঘ) নায়াগ্রায় জলের পরিমাণ অনেক বেশি বলে

১২। **যে ভূমি উঁচুনিচু নয় বা পাহাড়ি নয় তাকে কেমন ভূমি বলা হয়?**
(ক) খরস্রোতা (খ) বৃক্ষ
(গ) সমতল (ঘ) অসমতল

১৩। **নায়াগ্রা কিসের নাম?**
(ক) মহাদেশের (খ) মহাসাগরের
(গ) জলপ্রপাতের (ঘ) ঝর্ণার

১৪। **নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?**
(ক) জাপান (খ) ভারত
(গ) কানাডা (ঘ) রাশিয়া

১৫। **নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে–**
(ক) পাহাড় থেকে (খ) সমতল ভূমি থেকে
(গ) কোন উঁচু স্থান থেকে (ঘ) পাহাড়ি ঢল থেকে

১৬। **জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?**
(ক) বাসের ভাড়া বেশি
(খ) সেখান বাস যায় না
(গ) বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না
(ঘ) বাসে সময় বেশি লাগে

১৭। **পৃথিবীতে নায়াগ্রার তুলনায়–**
(ক) বড় আরও কয়েকটি জলপ্রপাত আছে
(খ) ছোট কোনো জলপ্রপাত নেই
(গ) বড় কোনো জলপ্রপাত নেই
(ঘ) বড় কোনো ঝর্ণা নেই

১৮। **'প্রবল স্রোতবিশিষ্ট' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহার করা যায়?**
(ক) স্রোতহীন (খ) ঝর্ণার
(গ) খরস্রোতা (ঘ) পাহাড়ি

১৯। **'ফাটল' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) বিচিত্র (খ) ছিদ্র
(গ) প্রশস্ত (ঘ) চওড়া

২০। **নায়াগ্রা একেবারেই আলাদা রকমের জলপ্রপাত কেন?**
(ক) বড় জলপ্রপাত বলে
(খ) পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বলে
(গ) ঝর্ণার চেয়েও ছোট বলে
(ঘ) সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে

২১। **অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে–**
(ক) নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে
(খ) নায়াগ্রার অবস্থান সম্পর্কে
(গ) জলপ্রপাতের সৌন্দর্য সম্পর্কে
(ঘ) ভ্রমণের আনন্দ সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। (খ) কানাডায়
২। (ঘ) টরন্টো
৩। (ক) গাড়িতে চড়ে
৪। (ঘ) রেললাইনের মতো সোজা
৫। (গ) এক বন্ধুর গাড়ি

৬। ঘ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প
৭। ক ঝর্ণার পতনের
৮। ক জলপ্রপাত
৯। গ অবিশ্বাস্য ঘটনা
১০। ক নদীর সমান
১১। গ নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে
১২। গ সমতল
১৩। গ জলপ্রপাতের
১৪। গ কানাডা
১৫। খ সমতল ভূমি থেকে
১৬। গ বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না

১৭। (গ) বড় কোনো জলপ্রপাত নেই

১৮। (গ) খরস্রোতা

১৯। (খ) ছিদ্র

২০। (ঘ) সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে

২১। (ক) নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **নায়াগ্রা যাওয়ার কথা কীভাবে উঠল?**

উত্তর : লেখক কানাডা থাকাকালীন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে সবাই মিলে নায়াগ্রা যাওয়ার কথা উঠল।

২। **কানাডায় দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয় কেন?**

উত্তর : কানাডার রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা নয়। বরং রেললাইনের মতো সোজা। তাই সে দেশে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

৩। **পাহাড়ের সাথে জলপ্রপাতের সম্পর্ক কী?**

উত্তর : পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। তাই পাহাড় ছাড়া জলপ্রপাত হওয়া সম্ভব নয়।

৪। **জলের ধর্ম কী?**

উত্তর : জলের ধর্ম হচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া।

৫। **জলপ্রপাতের কথা কোথায় পড়েছ? জলপ্রপাত কী?**

উত্তর : জলপ্রপাতের কথা আমি আমার বাংলা পাঠ্য বইয়ের 'দেখে এলাম নায়াগ্রা' নামক একটি ভ্রমণকাহিনিতে পড়েছি।

জলপ্রপাত বলতে বোঝায় এমন জলধারাকে যেখানে পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থান থেকে সমতল ভূমিতে জলের পতন ঘটে। জলপ্রপাতের এই বৈশিষ্ট্যটি ঝর্ণার অনুরূপ হলেও এর আকার ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড় হয়।

৬। **পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম কী?**

উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম নায়াগ্রা।

৭। **ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়?**

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাত উভয়েরই সৃষ্টি পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হলো জলপ্রপাতের আকার ঝর্ণার তুলনায় অনেক বড়।

৮। **জলপ্রপাত সাধারণত কী থেকে নেমে আসে? নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিস্ময়কর বিষয়টি কী?**

উত্তর : জলপ্রপাত সাধারণত পাহাড় থেকে নেমে আসে। নায়াগ্রার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমতলের একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল প্রপাত। নায়াগ্রার এ বিষয়টিই অত্যন্ত বিস্ময়কর।

৯। **নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?**

উত্তর : নায়াগ্রা কানাডায় অবস্থিত।

১০। **নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?**

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত আর ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য হলো–

১. নায়াগ্রা আকারে ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড়।

২. ঝর্ণার উৎপত্তি হয় পাহাড় থেকে কিন্তু নায়গ্রার উৎপত্তি সমতল ভূমি থেকেই।

১১। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?

উত্তর : নায়াগ্রা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত। সাধারণত জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর মাঝখানে হঠাৎ ফাটল। সেই ফাটলে পানি পতিত হয়েই জলপ্রপাতটি সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঐ ফাটলের ভেতর পানি পড়ে কোথায় যাচ্ছে তাও কেউ জানে না। এখানেই নায়াগ্রার বিশেষত্ব।

১২। নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?

উত্তর : নায়াগ্রার জলধারা সৃষ্টি হয়েছে খরস্রোতা এক নদী থেকে। নদীটি যে মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার দুই দিকের মাটির মাঝে রয়েছে নদীর সমান চওড়া বিশাল এক ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাটলের ভেতর চলে যায়।

১৩। 'বিশ্ব-ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এখানে।

সাধারণত পাহাড় থেকে জলের পতনেই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। অথচ অবিশ্বাস্যভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। খরস্রোতা একটি নদীর জল নদীর সমান চওড়া একটি ফাটলের গহ্বরে পতিত হয়ে নায়াগ্রার উৎপত্তি। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বিস্ময়।

১৪। পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর : পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে।

১৫। নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোনো পাহাড় থেকে নামেনি।

১৬। নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর পানির পতনের ফলে। নদীটি যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে একটি বিশাল ফাটল। পানি ঐ ফাটলের ভেতরে চলে যায়।

১৭। নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে দুটি কারণে–

১. এটি পাহাড় থেকে পানির পতনের ফলে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর প্রবাহিত একটি নদীর পানির পতনের মাধ্যমে।

২. নায়াগ্রার পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশ করে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের আকারে অনেক তফাৎ থাকলেও উভয়ের সৃষ্টিই পাহাড়ের ওপর থেকে পানির পতনে। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত নায়াগ্রা সেদিক থেকে একেবারেই আলাদা। সমতল দিয়ে বয়ে চলা একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে পড়ার মাধ্যমে এর সৃষ্টি। সেই পানি গহ্বরে প্রবেশের পর কোথায় যায় সেটিও আরেক রহস্য।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

২১. রৌদ্র লেখে জয়

শামসুর রাহমান

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। খাজনা নিতে কারা আসত?

ⓚ বর্গিরা ⓛ মুক্তিসেনারা

ⓜ পাক হানাদাররা ⓝ রাজাকাররা

২। হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিল কারা?

ⓚ বর্গিরা ⓛ ইংরেজরা

ⓜ মুক্তিসেনারা ⓝ আলবদররা

৩। কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে কী?

ⓚ তমসা ⓚ আলো
ⓖ গভীর অন্ধকার ⓖ কষ্ট

৪। **কত সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?**
ⓚ ১৯৪৭ সালে ⓚ ১৯৫২ সালে
ⓖ ১৯৬৬ সালে ⓖ ১৯৭১ সালে

৫। **বাংলাদেশের আগের নাম কী ছিল?**
ⓚ পূর্ব পাকিস্তান ⓚ পশ্চিম পাকিস্তান
ⓖ উত্তর পাকিস্তান ⓖ দক্ষিণ পাকিস্তান

৬। **'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতায় দেশের মাটিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?**
ⓚ মাতৃভাষার সাথে ⓚ মায়ের সাথে
ⓖ মুক্তিসেনার সাথে ⓖ মুক্তিযুদ্ধের সাথে

৭। **রৌদ্র কিসের কথা লেখে?**
ⓚ পরাজয়ের ⓚ অন্ধকারের
ⓖ জয়ের ⓖ সন্ধ্যার

৮। **'বর্গি' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) পাক হানাদার (খ) মুক্তিযোদ্ধা
(গ) মারাঠা দস্যু (ঘ) ইংরেজ

৯। **মুক্তিসেনা কারা?**
(ক) যারা মানুষের অর্থ লুট করেছেন
(খ) যারা হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন
(গ) যারা হানাদারদের সাহায্য করেছেন
(ঘ) যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন

১০। **'সন্ধ্যা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?**
(ক) সকাল (খ) দুপুর
(গ) বিকেল (ঘ) সাঁঝ

১১। **পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা দূর হয়ে কী এসেছে?**
(ক) জ্যোৎস্না রাত (খ) আলোকিত দিন
(গ) অন্ধকার ভোর (ঘ) জয়ের কালো সন্ধ্যা

১২। **কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?**
(ক) বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র্যের কথা
(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
(গ) হানাদারদের বীরত্বের কথা
(ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ বর্গিরা
২। ⓖ মুক্তিসেনারা
৩। ⓚ আলো
৪। ⓖ ১৯৭১ সালে
৫। ⓚ পূর্ব পাকিস্তান
৬। ⓚ মায়ের সাথে
৭। ⓖ জয়ের
৮। (গ) মারাঠা দস্যু
৯। (খ) যারা হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন;

১০। (ঘ) সাঁঝ
১১। (খ) আলোকিত দিন
১২। (ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। **পায়রা কোথায় পাখা মেলে?**

উত্তর : পায়রা নীল আকাশে পাখা মেলে।

২। **কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে কী?**

উত্তর : কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে ভালো।

৩। **'কাল যেখানে পরাজয়ের**
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে
রৌদ্র লেখে জয়।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : একসময় বাংলাদেশ ছিল পরাধীনতার শেকলে বন্দি। বিদেশি শত্রুরা নানাভাবে আমাদের ওপর শোষণ, নির্যাতন চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

৪। **স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম কী হয়?**

উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৫। **'বর্গি এল খাজনা নিতে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : 'বর্গি এল খাজনা নিতে' কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বর্গি অর্থাৎ মারাঠা দস্যুরা লুটতরাজ করে মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিতে আসত।

৬। **বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?**

উত্তর : মারাঠা দস্যুরা 'বর্গি' হিসেবে পরিচিত।

বহু পূর্বে বর্গিরা বাংলার মানুষদের নানাভাবে অত্যাচার করত। তারা অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করত। কখনো বা হানা দিয়ে মানুষ হত্যা করত ও ধনসম্পদ লুট করত।

৭। **হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?**

উত্তর : হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছিল। তারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এদেশের অসংখ্য নারী-পুরুষ হানাদারদের অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছিল। তাই হানাদারদের কথা এদেশের মানুষ ভুলবে না।

৮। **মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?**

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন। তাই তাঁদের কথা এ দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

৯। **মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?**

উত্তর : মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। মানুষের ওপর তারা অনেক অত্যাচার চালিয়েছিল। দেশ থেকে তাদের তাড়াতেই মুক্তিসেনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

১০। **'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'- কথাটি ব্যাখ্যা করি।**

উত্তর : পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে একসময় এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়- এ বিষয়টিই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে।বর্গিরা এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। তারা যাওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। ফলে এদেশের বুক থেকে কালো ছায়া সরে গিয়ে আলোকিত দিনের সূচনা ঘটে।

১১। **বর্গিরা কী নিতে এলো?**

উত্তর : বর্গিরা খাজনা নিতে এলো।

১২। **বর্গিরা কীভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করত?**

উত্তর : বর্গিরা নানাভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত। তারা এদেশের মানুষদের মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, তাদের ধনসম্পদ লুট করে পালিয়ে যেত।

১৩। মুক্তিসেনাদের কথা দেশের মানুষ ভুলবে না কেন?

উত্তর : মুক্তিসেনারা হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন। তাই তাঁদের কথা দেশের মানুষ কখনও ভুলবে না।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে শত্রুরা এসে এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেছে। একসময় এদেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণে লড়াই করেছেন। অবশেষে এদেশ থেকে পরাধীনতার অন্ধকার দূর হয়ে মুক্তির আলোকিত দিন এসেছে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

২২. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। মওলানা ভাসানী কাদের অতি আপনজন?

ⓚ মেহনতি মানুষের
ⓚ বড়লোক মানুষদের
ⓖ অধিক বয়সী মানুষের
ⓖ প্রবাসী মানুষের

২। মওলানা ভাসানীকে কোনটি বলা হয়?

ⓚ অবিসংবাদিত জননেতা
ⓚ মজলুম জননেতা
ⓖ ধর্মীয় জননেতা
ⓖ ভাসানচরের জননেতা

৩। মওলানা ভাসানী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?

ⓚ কাগমারি ⓚ ভাসানচর
ⓖ ধানগড়া ⓖ সন্তোষ

৪। মওলানা ভাসানীর জন্মসাল কোনটি?

ⓚ ১৮৬০ ⓚ ১৮৭০
ⓖ ১৮৮০ ⓖ ১৮৯০

৫। ইরাক থেকে আগত পীর ভাসানীকে দেওবন্দ পাঠান কেন?

ⓚ শিক্ষা লাভের জন্য
ⓚ রাজনীতি চর্চার জন্য
ⓖ ধর্মীয় চর্চার জন্য
ⓖ আন্দোলন করার জন্য

৬। কাগমারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় কোন বিষয়টি মওলানা ভাসানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে?

ⓚ নারীদের অধিকারহীনতা
ⓚ জমিদারের অন্যায়-অবিচার
ⓖ পাকিস্তানিদের অত্যাচার
ⓖ বাঙালির নিরক্ষরতা

৭। জমিদারের কুনজরের কারণে মওলানা ভাসানীকে–

ⓚ কর্মস্থল ছাড়তে হয় ⓚ দেশ ছাড়তে হয়

(গ) ভারতবর্ষ ছাড়তে হয় (ঘ) জন্মাস্থান ছাড়তে হয়

৮। **কত বছর বয়সে মওলানা ভাসানী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন?**

(ক) বিশ বছর (খ) একুশ বছর
(গ) বাইশ বছর (ঘ) তেইশ বছর

৯। **কোন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে মওলানা ভাসানী সতেরো মাস কারারুদ্ধ ছিলেন?**

(ক) ভাষা আন্দোলন
(খ) জমিদারি উচ্ছেদ আন্দোলন
(গ) ছয় দফা আন্দোলন
(ঘ) অসহযোগ আন্দোলন

১০। **সিরাজগঞ্জের জনসভায় জমিদারদের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানালে মওলানা ভাসানীর কী পরিণতি হয়?**

(ক) জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন
(খ) চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন
(গ) কারাভোগ করতে বাধ্য হন
(ঘ) সহায়-সম্পত্তি হারাতে বাধ্য হন

১১। **ভাসানচর কোথায় অবস্থিত?**

(ক) সিরাজগঞ্জে (খ) কলকাতায়
(গ) টাঙ্গাইলে (ঘ) আসামে

১২। **মওলানা ভাসানী কত সালে পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন?**

(ক) ১৯৪২ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে
(গ) ১৯৫২ সালে (ঘ) ১৯৫৭ সালে

১৩। **কত সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়?**

(ক) ১৯৪৭ সালের (খ) ১৯৫৪ সালের
(গ) ১৯৬২ সালের (ঘ) ১৯৭০ সালের

১৪। **১৯৭০ সালের নভেম্বরে পল্টন ময়দানে দেওয়া ভাষণে ভাসানী কাদের বিষয়ে বাঙালিকে সতর্ক করেছিলেন?**

(ক) জমিদারদের (খ) পাকিস্তানিদের
(গ) ব্রিটিশদের (ঘ) শিল্পমালিকদের

১৫। **মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মওলানা ভাসানী কোথায় যান?**

(ক) ভারতে (খ) পাকিস্তানে
(গ) আমেরিকায় (ঘ) ইংল্যান্ডে

১৬। **মওলানা ভাসানীর মৃত্যু হয় কোথায়?**

(ক) ঢাকায় (খ) টাঙ্গাইলে
(গ) আসামে (ঘ) কলকাতায়

১৭। **মওলানা ভাসানী সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার সবই ছিল–**

(ক) ধর্মীয় চেতনামূলক (খ) জনকল্যাণকর
(গ) দেশবিরোধী (ঘ) শিক্ষাসংক্রান্ত

১৮। **মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?**

(ক) নির্যাতিত (খ) অবহেলিত
(গ) সুখী (ঘ) বড়লোক

১৯। **মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?**

(ক) ইরাকের (খ) বাংলাদেশের
(গ) ভারতের (ঘ) পাকিস্তানের

২০। **তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?**

(ক) গ্রামের মানুষের কারণে
(খ) জমিদারদের কারণে

(গ) ব্যবসায়ীদের কারণে
(ঘ) রাজনৈতিক কারণে

২১। **মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন–**
(ক) আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি
(খ) আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি
(গ) আমি সুখী মানুষের কথা বলি
(ঘ) আমি ভালো মানুষের কথা বলি

২২।**মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–**
(ক) যুক্তফ্রন্ট (খ) যুক্তদল
৩. যুবফোরাম (ঘ) যুবফ্রন্ট

২৩।**মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামন্ডলীর কী ছিলেন?**
(ক) সদস্য (খ) প্রেসিডেন্ট
(গ) সহকারী (ঘ) কেউ নন

২৪।**তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?**
(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(খ) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
(গ) শেরে বাংলা ফজলুল হক
(ঘ) শেখ মুজিবুর রহমান

২৫। **অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–**
(ক) মওলানা ভাসানীর জন্মপরিচয় সম্পর্কে
(খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
(গ) মওলানা ভাসানীর সাধারণ জীবন যাপনের কথা
(ঘ) মওলানা ভাসানীর বিদ্যানুরাগের কথা

২৬। **'বিষ-নজর' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) দুর্বল দৃষ্টিশক্তি (খ) ক্ষোভের শিকার
(গ) প্রখর দৃষ্টিশক্তি (ঘ) বিশেষ অনুরাগ

২৭। **'নিপীড়ন' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) সহায়তা (খ) শাসন
(গ) পলায়ন (ঘ) অত্যাচার

২৮। **'টাঙ্গাইল' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?**
(ক) ঙ + গ (খ) ড + গ
(গ) ঞ + গ (ঘ) ন + গ

২৯। **ভাসানচরের জনসভায় মওলানা ভাসানী কাদের পক্ষে কথা বলেন?**
(ক) শিক্ষকদের (খ) কৃষকদের
(গ) রাজনীতিবিদদের (ঘ) নারীদের

৩০। **১৯৭১ সালে কার নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়?**
(ক) মওলানা ভাসানীর
(খ) এ. কে. ফজলুল হকের
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
(ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর

৩১। **'উপদেষ্টা' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) নেতা (খ) পরামর্শদাতা
(গ) পরিচালক (ঘ) প্রতিষ্ঠাতা

৩২। **মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয় কেন?**
(ক) ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ছিলেন বলে

(খ) তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় বলে
(গ) তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন বলে
(ঘ) তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে

৩৩। **'স্বাধীন' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) মুক্ত (খ) অন্যের অধীন
(গ) যুদ্ধে বিজয়ী (ঘ) নিঃসঙ্গ

৩৪। **অনুচ্ছেদটি আমাদের কী ধারণা দেয়?**
(ক) মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে
(খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে
(গ) মওলানা ভাসানীর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে
(ঘ) দেশ গঠনে মওলানা ভাসানীর অবদান সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। ⓚ মেহনতি মানুষের
২। ⓚ মজলুম জননেতা
৩। ⓖ ধানগড়া
৪। ⓖ ১৮৮০
৫। ⓚ শিক্ষা লাভের জন্য
৬। ⓚ জমিদারের অন্যায়-অবিচার
৭। ⓚ দেশ ছাড়তে হয়
৮। ⓖ বাইশ বছর
৯। ⓖ অসহযোগ আন্দোলন
১০। ⓚ জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন
১১। ⓖ আসামে
১২। ⓚ ১৯৪৭ সালে
১৩। ⓚ ১৯৫৪ সালের
১৪। ⓖ শিল্পমালিকদের
১৫। ⓚ ভারতে
১৬। ⓚ ঢাকায়
১৭। ⓚ জনকল্যাণকর
১৮। ⓚ নির্যাতিত
১৯। ⓚ ইরাকের
২০। ⓚ জমিদারদের কারণে
২১। ⓚ আমি খেটে-খাওয়া মানুষের কথা বলি
২২। ⓚ যুক্তফ্রন্ট
২৩। ⓚ সদস্য
২৪। ⓚ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
২৫। (খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
২৬। (খ) ক্ষোভের শিকার
২৭। (ঘ) অত্যাচার
২৮। (ক) ঙ + গ
২৯। (খ) কৃষকদের
৩০। (গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
৩১। (খ) পরামর্শদাতা
৩২। (গ) তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন বলে

৩৩। (ক) মুক্ত

৩৪। (খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। মওলানা ভাসানীর পিতা-মাতার নাম লেখ।

উত্তর : মওলানা ভাসানীর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। তাঁর মাতার নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি।

২। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী কার কাছে আশ্রয় পান?

উত্তর : বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী তাঁর এক চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে আশ্রয় পান।

৩। কোথায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন?

উত্তর : ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

৪। কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি কী ছিল?

উত্তর : কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি ছিল 'দেশবন্ধু'।

৫। মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কী?

উত্তর : মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

৬। ১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা কী ছিল?

উত্তর : ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

৭। ভাসানী ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন কেন?

উত্তর : ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী কাগমারিতে এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ যোগ দেন। তাঁদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরাই ছিল মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্য।

৮। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা কোন কোন বিষয়ের নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করছিল?

উত্তর : পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছিল।

৯। পাকিস্তানি সৈন্যরা মওলানা ভাসানীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় কেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী পাকিস্তানিদের শোষণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাদের ব্যাপারে পূর্ববাংলার মানুষদের সতর্ক করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি তাতে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে যান। এসব কারণেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১০। মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন কেমন ছিল?

উত্তর : মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ-সরল। খুবই সাধারণ একটা বাড়িতে তিনি বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার।

১১। মওলানা ভাসানীকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

উত্তর : মওলানা ভাসানীকে সমাহিত করা হয় টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে অবস্থিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

১২। শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন?

উত্তর : শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানীকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল।

- জমিদারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কর্মস্থল কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল। এমনকি একপর্যায়ে জন্মভূমি ত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।
- অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সতেরো মাস তিনি কারাভোগ করেন।
- ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৩। মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?

উত্তর : মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানী চিরকাল মজলুম অর্থাৎ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সুখে-দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্যই তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

১৪। মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী প্রথমে চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ইরাক থেকে আগত এক পীর তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়ার জন্য পাঠান।

১৫। কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

উত্তর : কাগমারি থাকার সময় ভাসানী জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। জমিদার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। জমিদারের কারণেই তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

১৬। কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?

উত্তর : ১৯২৪ সালে মওলানা ভাসানী এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ সমাজেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে 'ভাসানচরের মওলানা' নাম দেয়। পরে তাঁর নাম দেওয়া হয় 'ভাসানী'। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী।

১৭। পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে মওলানা ভাষণে যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়।

১৮। শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

উত্তর : এ দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসারে মওলানা ভাসানীর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯। মওলানা ভাসানী কোথায় শিক্ষকতা শুরু করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

২০। কোন সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়? এরপর তিনি কোথায় যান?

উত্তর : ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে একটি সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি আসামের জলেশ্বরে চলে যান।

২১। অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য হলো–

১। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী।

২। তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন।

২২। মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য কোথায় চলে যান?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান।

২৩। মওলানা ভাসানী কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান। সেখানে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

২৪। কোনো পদমর্যাদা ও মোহ মওলানা ভাসানীকে আকৃষ্ট করেনি কেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন আদর্শবান মানুষ। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে তাদের সেবায় কাজ করতে চেয়েছেন। নির্লোভ মানসিকতার কারণে কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মওলানা ভাসানী অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এ জন্য তাঁকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। কারাগারেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

২৪. অপেক্ষা

সেলিনা হোসেন

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১। রুমা রুবার কী হয়?

ক বান্ধবী খ খালাতো বোন

গ মা ঘ আপন বোন

২। রুমার জন্মদিনে কোন গাছটি ফুলে ভরে ছিল?

ক গোলাপ খ বেলী

(গ) শিউলি (ঘ) কৃষ্ণচূড়া

৩। **রুবার জন্মদিনে কিসের সুগন্ধে চারদিক ভরে গিয়েছিল?**

(ক) শিউলি ফুলের
(খ) হাস্নাহেনা ফুলের
(গ) আমের বোলের
(ঘ) পাকা কাঁঠালের

৪। **রুবার বয়স কত?**

(ক) আট বছর (খ) দশ বছর
(গ) বারো বছর (ঘ) চৌদ্দ বছর

৫। **রুবার জন্মদিনের গল্পটা কে বলেছিলেন?**

(ক) রাহেলা বানু (খ) জসীম মিয়া
(গ) রুবা নিজেই (ঘ) রুমা

৬। **রুমা ও রুবা বেণীর সাথে কী গেঁথে রাখে?**

(ক) শিউলি ফুল
(খ) বুনোফুল
(গ) আমের মুকুল
(ঘ) গোলাপের পাপড়ি

৭। **রুমা ও রুবা কোথায় ফুলের পাপড়ি চাপা দিয়ে রাখে?**

(ক) বালিশের নিচে
(খ) তোশকের নিচে
(গ) খাতার ভেতর
(ঘ) বইয়ের ভেতর

৮। **জসীম মিয়া বাজার থেকে কী কিনে এনেছিলেন?**

(ক) চাল-ডাল (খ) চিড়ে-মুড়ি
(গ) আম-কাঁঠাল (ঘ) তেল-নুন

৯। **লোকজন কোথায় বসে রেডিও শুনছিলেন?**

(ক) নদীর ধারে
(খ) আমগাছের নিচে
(গ) স্কুল মাঠে
(ঘ) বটগাছের নিচে

১০। **বিবিসির খবর শুনে লোকজন উত্তেজিত হয়ে কী বলল?**

(ক) এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
(খ) আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
(গ) এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
(ঘ) গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে

১১। **রুমা ও রুবা অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে কিসের কথা বলে?**

(ক) যুদ্ধ করার কথা
(খ) মুক্তিযোদ্ধাদের আসার কথা
(গ) বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা
(ঘ) বাবার মৃত্যুর কথা

১২। **বঙ্গবন্ধু কোন তারিখের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন?**

(ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি (খ) ৭ই মার্চ
(গ) ১৭ই এপ্রিল (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

১৩। **জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে কী শিখে নেন?**

ক লেখাপড়া খ যুদ্ধের কৌশল
গ প্রাথমিক চিকিৎসা ঘ গাড়ি চালানো

১৪। **জসীম কী গড়ে তুলছিলেন?**
ক হানাদার বাহিনী
খ রাজাকার বাহিনী
গ শান্তি বাহিনী
ঘ মুক্তিবাহিনী

১৫। **জসীম কখন বাজারে গিয়েছিলেন?**
ক সকালে খ দুপুরে
গ বিকেলে ঘ সন্ধ্যায়

১৬। **জসীমের শরীরে কোথায় বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?**
ক মাথায় খ গলায়
গ বুকে ঘ পেটে

১৭। **জসীমের গায়ে কয়টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?**
ক একটি খ দুইটি
গ পাঁচটি ঘ অসংখ্য

১৮। **জসীম কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?**
ক বুলেটবিদ্ধ হয়ে খ নদীতে ডুবে
গ রাজাকারদের নির্যাতনে ঘ ছুরিকাহত হয়ে

১৯। **রাহেলা কবে জসীমের মৃত্যুর কথা জানতে পারেন?**
ক যেদিন মারা যায়
খ মৃত্যুর পরদিন
গ মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর
ঘ মৃত্যুর কয়েক মাস পর

২০। **রুমা-রুবাদের বাড়িতে আগুন লাগেনি কেন?**
ক মিলিটারিরা এত দূর আসেনি বলে
খ বড় বটগাছ ছিল বলে
গ বাতাস কম ছিল বলে
ঘ বড় আমগাছ ছিল বলে

২১। **রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন কেন?**
ক ঘর পুড়ে যাওয়ায়
খ মিলিটারিদের ভয়ে
গ স্বামী হারানোর বেদনায়
ঘ গোলাগুলির শব্দ শুনে

২২। **রাহেলাকে কারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল?**
ক রুমা ও রুবা খ মুক্তিযোদ্ধারা
গ গাঁয়ের মুরব্বিরা ঘ গাঁয়ের মেয়েরা

২৩। **যুদ্ধ বলতে রুমা কী বুঝল?**
ক মায়ের জ্ঞান হারানো
খ বাবার মরে যাওয়া
গ গাঁয়ে মিলিটারি আসা
ঘ মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা

২৪। **রাহেলা বানু ভাত রান্না করার জন্য চাল কীভাবে পেয়েছিলেন?**
ক জসীম কিনে রেখেছিলেন
খ মুক্তিযোদ্ধারা দিয়ে গিয়েছিলেন
গ পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন
ঘ বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন

২৫। **মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে কে?**
ক রুমা খ রুবা
গ রাহেলা ঘ জসীম

২৬। **রাহেলা দরজা খুলে দিলে ঘরে কারা দ্রুত ঢুকে পড়ে?**
ⓚ রুমা ও রুবা ⓚ মুক্তিযোদ্ধারা
ⓖ মিলিটারিরা ⓖ রাজাকাররা

২৭। **মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ঢুকে প্রথমে কী করে?**
ⓚ দরজা বন্ধ করে ⓚ ভাত খেতে বসে
ⓖ ঘুমিয়ে নেয় ⓖ হাত মুখ ধোয়

২৮। **জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি কোনটি?**
ⓚ বঙ্গবীর ⓚ বাংলার বাঘ
ⓖ বঙ্গবন্ধু ⓖ বাংলার নেতা

২৯। **দুজন মুক্তিযোদ্ধা রাহেলা বানুর বাড়িতে কেন এসেছিলেন?**
ⓚ ভাত খেতে ⓚ টাকা নিতে
ⓖ অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে ⓖ ঘুমোতে

৩০। **মুক্তিযোদ্ধারা ভাত খেয়ে কী করবে?**
ⓚ অস্ত্র আনতে যাবে
ⓚ ক্যাম্পে যাবে
ⓖ নিজেদের বাড়িতে যাবে
ⓖ যুদ্ধ করতে যাবে

৩১। **রুমা কী ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?**
ⓚ গ্রেনেড ⓚ বুলেট
ⓖ রাইফেল ⓖ পতাকা

৩২। **এক সের = কত কিলোগ্রাম?**
ⓚ ০.৮০ কিলোগ্রাম ⓚ ০.৯৩ কিলোগ্রাম
ⓖ ১.৫০ কিলোগ্রাম ⓖ ৯.৩০ কিলোগ্রাম

৩৩। **ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?**
ⓚ বইয়ের মধ্যে ⓚ বালিশের নিচে
ⓖ কৌটার মধ্যে ⓖ খাতার মধ্যে

৩৪। **আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?**
ⓚ বাজারের খবর ⓚ যুদ্ধের খবর
ⓖ গণহত্যার খবর ⓖ বাড়ির খবর

৩৫। **রুবা রুমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রুমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে-**
ⓚ বাবার মরে যাওয়া
ⓚ মায়ের মরে যাওয়া
ⓖ ভাই বোনের মরে যাওয়া
ⓖ স্বামী মরে যাওয়া

৩৬। **কখন শিউলি ফুল ফোটে?**
ⓚ আশ্বিন মাসে ⓚ কার্তিক মাসে
ⓖ দিনের বেলা ⓖ মাঘ মাসে

৩৭। **'অধীর' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) অপেক্ষা (খ) অস্থির
(গ) ব্যস্ত (ঘ) রাগান্বিত

৩৮। **মুক্তিযোদ্ধারা রাহেলা বানুকে কী বলে ডাকে?**
(ক) খালা (খ) মামি
(গ) মা (ঘ) আপা

৩৯। **রাহেলা বানু কলসিতে চাল জমিয়ে রাখে কেন?**
(ক) বিপদের দিনের জন্য
(খ) স্বামীর জন্য

(গ) মেয়ে দুটোর জন্য
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য

৪০। **'জ্যোৎস্না' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) সকালের রোদ (খ) চাঁদের আলো
(গ) সূর্য (ঘ) চন্দ্র

৪১। **অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে–**
(ক) মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা
(খ) মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কৌশল

৪২। **রুমা-রুবা কার জন্য কাঁদে?**
(ক) মায়ের জন্য (খ) বাবার জন্য
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য (ঘ) বঙ্গবন্ধুর জন্য

৪৩। **'সংগ্রাম' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) প্রতিবাদ (খ) যুদ্ধ
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) হত্যা

৪৪। **অনুচ্ছেদে কার শহিদ হওয়ার ঘটনা রয়েছে?**
(ক) রাহেলার (খ) রাহেলার একটি ছেলে
(গ) রুমার (ঘ) জসীমের

৪৫। **'গাঁ' শব্দের অর্থ কী?**
(ক) গ্রাম (খ) শরীর
(গ) শহর (ঘ) দেশ

৪৬। **বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কিসের কথা বলেন?**
(ক) লেখাপড়ার শেখার
(খ) কৃষি কাজ করার
(গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের
(ঘ) নির্বাচন করার

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। (ঘ) আপন বোন
২। (গ) শিউলি
৩। (গ) আমের বোলের
৪। (গ) বারো বছর
৫। (খ) জসীম মিয়া
৬। (খ) বুনোফুল
৭। (গ) খাতার ভেতর
৮। (ক) চাল-ডাল
৯। (খ) আমগাছের নিচে
১০। (খ) আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
১১। (ক) যুদ্ধ করার কথা
১২। (খ) ৭ই মার্চ
১৩। (খ) যুদ্ধের কৌশল
১৪। (ঘ) মুক্তিবাহিনী
১৫। (গ) বিকেলে
১৬। (গ) বুকে
১৭। (ক) একটি
১৮। (ক) বুলেটবিদ্ধ হয়ে
১৯। (খ) মৃত্যুর পরদিন
২০। (ঘ) বড় আমগাছ ছিল বলে

২১। ⓚ মিলিটারিদের ভয়ে
২২। ⓖ গাঁয়ের মেয়েরা
২৩। ⓚ বাবার মরে যাওয়া
২৪। ⓖ পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন
২৫। ⓚ রুমা
২৬। ⓚ মুক্তিযোদ্ধারা
২৭। ⓚ দরজা বন্ধ করে
২৮। ⓖ বঙ্গবন্ধু
২৯। ⓚ ভাত খেতে
৩০। ⓚ ক্যাম্পে যাবে
৩১। ⓖ রাইফেল
৩২। ⓚ ০.৯৩ কিলোগ্রাম
৩৩। ⓖ খাতার মধ্যে
৩৪। ⓖ গণহত্যার খবর
৩৫। ⓚ বাবার মরে যাওয়া
৩৬। ⓚ আশ্বিন মাসে
৩৭। (খ) অস্থির
৩৮। (গ) মা
৩৯। (ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য
৪০। (খ) চাঁদের আলো
৪১। (গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
৪২। (খ) বাবার জন্য
৪৩। (খ) যুদ্ধ
৪৪। (ঘ) জসীমের
৪৫। (ক) গ্রাম
৪৬। (গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১। রুমা ও রুবার মধ্যে কেমন টান?

উত্তর : রুমা ও রুবা দুই বোনের মধ্যে ভীষণ টান। তারা একসঙ্গে খেলা করে। ঝগড়া করে খুবই কম।

২। রুমার বয়স কত?

উত্তর : রুমার বয়স বারো বছর।

৩। রুমা ও রুবা বাবা-মার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে কী বলে?

উত্তর : রুমা ও রুবা বাবার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। আর মার কপালে লাগিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

৪। জসীম মিয়া মেয়েদের ঢাকা পাঠাতে চান কেন?

উত্তর : জসীম মিয়া মেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্য ঢাকা পাঠাতে চান।

৫। পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে কী করে?

উত্তর : পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে বাজারের দোকান আর ঘরবাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুড়ে মানুষ মারতে মারতে তারা সামনে এগোতে থাকে।

৬। রুমা-রুবাদের বাড়ি আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায় কেন?

উত্তর : রুমা-রুবাদের বাড়িতে ছিল বড় একটি আমগাছ। আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছিল বলে আগুন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

৭। জসীমের লাশ দেখে রাহেলা, রুমা ও রুবার কী অবস্থা হয়?

উত্তর : জসীমের লাশ দেখে রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল। রুমা আর রুবা বাবার লাশ দেখে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

৮। রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য কী কী জমিয়ে রাখে?

উত্তর : রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য সামান্য কিছু চাল, শুকনো লাকড়ি ইত্যাদি জমিয়ে রাখে।

৯। ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের কী বলেছিলেন?

উত্তর : ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন– যদি দরকার পড়ে তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা যেন রাহেলা বানুর কাছে সাহায্য চাইতে আসে।

১০। রুমা ও রুবা কী কোলে নিয়ে বসে থাকে?

উত্তর : রুমা ও রুবা মুক্তিযোদ্ধা দুজনের রাইফেল দুটি কোলে নিয়ে বসে থাকে।

১১। রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে কী খেতে দেন?

উত্তর : রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে গরম ভাত ও ডিম আলুর তরকারি খেতে দেন।

১২। মুক্তিযোদ্ধারা গপগপিয়ে খায় কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেশি সময় ছিল না। নদীর ধারে তাদের জন্য অন্য মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁরা গপগপ করে দ্রুত খেয়ে যায়।

১২। মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় কী করে?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় রাহেলা বানুকে সালাম করে আর রুমা-রুবার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

১৩। মুক্তিযোদ্ধারা রুমা-রুবাদের বাড়িতে এসে কী করত?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা রুমা-রুবাদের বাড়িতে এসে ভাত খেত। কখনও কখনও একটু বিশ্রাম নিত।

১৪। 'বিবিসি' কী?

উত্তর : বিবিসি হলো যুক্তরাজ্যের একটি বেতার কেন্দ্রের নাম। এর পূর্ণরূপ হচ্ছে– ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন।

১৫। গভীর রাতে রুমা-রুবাদের বাড়িতে কারা আসতেন? তাঁরা কাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন?

উত্তর : গভীর রাতে রুমা ও রুবাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন।

১৬। লোকজন গোল হয়ে বসে কী করছিলেন? তাঁরা কী শুনতে পান?

উত্তর : লোকজন গোল হয়ে বসে রেডিওতে বিবিসির খবর শুনছিলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছে।

১৭। রুমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রুমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলিগাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল একসাথে ওদের বাড়িতে কখনো ফোটেনি। ফুলের সুগন্ধে চারদিক মেতে উঠেছিল।

১৮। রুবার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রুবার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটা বোলে ভরে উঠেছিল। এত বোল এ গাছে আগে কখনো দেখা যায়নি। আমের বোলের সুবাসে চারদিক ভরে ওঠেছিল।

১৯। প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু দুমুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখতেন। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি রাতে হঠাৎ চলে আসেন তখন তাঁকে যেন ভাত রান্না করে খাওয়াতে পারেন সেজন্যই তিনি এ কাজটি করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে যেতেন। দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রাখায় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

২০। গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

উত্তর : রুমা ও রুবা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপেক্ষা করত।

মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য রুমা, রুবাদের বাড়িতে আসত। গভীর রাতে এসে তারা ভাত খেত, নয়তো একটুখানি জিরিয়ে নিত। রুমা ও রুবা সবসময় অপেক্ষায় থাকত কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শোনার প্রতীক্ষায় তাদের চোখে ঘুম আসত না। তাই তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকত।

২১। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জসীম মিয়া ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারান। সহযোদ্ধাদের জসীম মিয়া বলে গিয়েছিলেন কোনো সাহায্য লাগলে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাই জসীমের স্ত্রীর কাছে সাহায্য চায়। জসীমের স্ত্রী রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়ে রুমা ও রুবা তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে।

২২। "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা"-"অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : কথাগুলো জসীম মিয়া তাঁর দুই মেয়ে রুমা ও রুবা সম্পর্কে বলেছে। রুমা ও রুবা খুব বুদ্ধিমতি। আশেপাশের সবকিছু তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এ কারণেই জসীম মিয়া বলেছেন যে তাঁর মেয়েদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। জসীম মিয়া আশা করেন তার মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হবে। "বড় হ" বলে তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন।

২৩। একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা দরকার?

উত্তর : একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য বেশ কিছু যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। যেমন-

১. দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর টান
২. অস্ত্র চালনার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
৩. কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা
৪. শারীরিক শক্তি
৫. দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মানসিকতা
৬. প্রখর বুদ্ধিমত্তা

২৪। দুই বোন কোথা থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে?

উত্তর : দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে।

২৫। রাহেলা বানু কে? মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে তার বাড়িতে এলো সে রাতটি কেমন ছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু জসীমের স্ত্রী; রুমা ও রুবার মা।

মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে রাহেলা বানুর বাড়িতে এলো সে রাতটি ছিল বৃষ্টিহীন। আকাশে ছিল ভরা জ্যোৎস্নার আলো।

২৬। দুই বোন অধীর অপেক্ষায় থাকে কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা যেকোনো সময় সাহায্যের আশায় বাড়িতে আসতে পারে। তাই দুই বোন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করে থাকে।

২৭। লোকজন বিবিসির খবরে কী শুনতে পেল?

উত্তর : লোকজন বিবিসির খবরে শুনতে পেল- ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে গণহত্যা শুরু করেছে।

২৮। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কী বলেছিলেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২৯। জসীম কে? কারা, কীভাবে তাকে হত্যা করে?

উত্তর : 'অপেক্ষা' গল্পে জসীম হলেন রুমা ও রুবার বাবা।

জসীমদের গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারি এসেছিল। তারা বাজারের দোকান আর ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছিল। একটি বুলেট এসে জসীমের বুকে লাগলে তিনি শহিদ হন। এভাবেই পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে প্রাণ হারান জসীম।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়েও তাঁদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকত। মুক্তিযোদ্ধারা এলে তাঁদের খাওয়াদাওয়া করাতে তারা বিভিন্ন ব্যবস্থা করে রাখে। একদিন মুক্তিযোদ্ধারা গভীর রাতে আসে তাদের বাড়িতে।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে জসীম যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু গ্রামে মিলিটারিরা এলে শহিদ হয় সে। জসীমের অপেক্ষা করে থাকে তার পরিবার।